যীশু জগতের আলো

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

জগতের জন্য আলো
- জগতের অন্ধকার
- ঈশ্বরের আলো

আলোর স্বভাব
- আলো অন্ধকার দূর করে
- আলো প্রকাশ করে
- আলো একটি শক্তি
- আলো পক্ষপাতশূন্য

আলোর প্রতি সাড়া
- অগ্রাহ্য করা
- গ্রহণ করা

জগতের জন্য আলো

জগতের অন্ধকার :

অন্ধকারের মধ্যে পথ চলতে গিয়ে পথ দেখবার জন্য কি আপনি কখনও একটুখানি আলো পাওয়ার জন্য উতলা হয়েছেন ? অন্ধকারে আপনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, আপনার চার পাশে অথবা সামনে কোথায় কোন্ বিপদ লুকিয়ে আছে, আপনি কিছুই জানেন না । আপনি ঠিক পথে এগুচ্ছেন কিনা, সে ব্যাপারেও হয়ত আপনার মনে সন্দেহ জেগেছে । অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলাটা খুবই সহজ ।

অথবা আপনি হয়তো জানা-অজানা নানান বিপদের ভয়ে একটা রাত কাটালেন। যখন রাত কেটে দিনের উজ্জ্বল আলোয় চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল, তখন সব কিছুই কেমন বদলে গেল! বাইবেলে অন্ধকারকে মন্দ, ভুল, অনিশ্চয়তা, দুঃখ-কষ্ট এবং মৃত্যুর প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে কেন, তা খুব সহজেই বুঝা যায়। আলো হচ্ছে জীবন, আনন্দ, সত্য এবং ভালোর প্রতীক।

অন্ধকার মানে আলো না থাকা। যে মুহূর্তে পাপ এসে আদম-হবাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করল, তখনই জগত আত্মিক অন্ধকারের মধ্যে ডুবলো। কেন? কারণ ঈশ্বরই আলোর উৎস। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে আমরা অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরেই মরতে পারি। বাইবেলে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ঃ

যিশাইয় ৫৯ ঃ ২, ৯ ও ১০ তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে। এই জন্য বিচার আমাদের হইতে দূরে থাকে, ধার্মিকতা আমাদের সঙ্গ ধরিতে পারেনা; আমরা দীপ্তির অপেক্ষা করি, কিন্তু তিমিরে ভ্রমণ করি। আমরা অন্ধ লোকদের ন্যায় ভিত্তির জন্য হাতড়াই চক্ষুহীন লোকদের ন্যায় হাতড়াই।

ইফিষীয় ৪ ঃ ১৮ তাদের মন অন্ধকারে পড়ে আছে।

১ যোহন ২ ঃ ১১ যে তার ভাইকে ঘৃণা করে সে অন্ধকারে আছে এবং অন্ধকারেই চলাফেরা করছে। সে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, কারণ অন্ধকার তার চোখ অন্ধ করে দিয়েছে।

ঈশ্বরের আলো ঃ

ঈশ্বর আলো–তিনিই সব আলোর উৎস। মানুষ ঈশ্বরের আলো লাভ না করা পর্যন্ত আত্মিক অন্ধকারের মধ্যে বাস করে; এই জন্যই যীশু জগতের আলো হয়েছিলেন। –ঈশ্বরের আলো দেবার জন্য, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, এবং আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা কি, তা প্রকাশ করবার জন্যই তিনি এসেছিলেন।

১ যোহন ১ : ৫ ঈশ্বর আলো ; তাঁর মধ্যে অন্ধকার বলে কিছুই নেই।

যোহন ১ : ৪ তাঁর (বাক্যের) মধ্যে জীবন ছিল ; এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের আলো।

যীশু তাঁর নিজের বিষয়ে কি বলেছেন, শুনুন :

যোহন ৮ : ১২ "আমিই জগতের আলো। যে আমার পথে চলে, সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের আলো পাবে।"

যোহন ৯ : ৫ "যতদিন আমি জগতে আছি, আমিই জগতের আলো।"

যীশু যে নিজেকে জগতের আলো বলেছেন, তাতে লোকদের অবাক হওয়ার কথা নয়। যিশাইয় ভাববাদী আগেই ভবিষ্যদ্বাণী বলেছিলেন যে, মশীহ ঈশ্বরের আলো রূপে এই জগতে আসবেন। মথি পুরাতন নিয়মের এই ভাববাণীর উল্লেখ করে বলেছেন যে, যীশুর মধ্যে তা পূর্ণ হয়েছে :

মথি ৪ : ১৬ যে লোকেরা অন্ধকারে বাস করত, তারা মহা আলো দেখতে পেল। যারা মৃত্যুর দেশে, মৃত্যুর ছায়াতে বাস করত, তাদের কাছে আলো প্রকাশিত হল।

আলোর স্বভাব

আলো অন্ধকারকে দূর করে :

যীশুই আলো। তিনি অন্ধকার তাড়িয়ে দেন। তিনি আমাদের অন্তরে এসে, সেখান থেকে পাপ, অপরাধ ও ভয় ভীতি দূর করে দেন। তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তর থেকে ঘৃণাকে তাড়িয়ে দেয়। তাঁর আলো আমাদের দেয় আশা, নিশ্চয়তা, আরাম ও শক্তি।

গীতসংহিতা ২৭ : ১ সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহার হইতে ভীত হইব ? সদাপ্রভু আমার জীবন-দুর্গ, আমি কাহার হইতে ত্রাসযুক্ত হইব ?

আলো অন্ধকারের চেয়ে শক্তিশালী । "জগতের সব অন্ধকার মিলেও একটা মোমবাতিকে নিভাতে পারেনা ।" যীশু যদি আপনার জীবনে থাকেন, তবে চার পাশের সমস্ত মন্দ শক্তি এবং জীবনের অন্ধকার অভিজ্ঞতাগুলি মিলেও তাঁর সে আলো নিভিয়ে ফেলতে পারে না । এক খ্রীষ্টিয়ান মহিলা গুরুতর অসুস্থ হওয়ায়, মাসের পর মাস বিছানায় পড়ে ছিলেন । বিছানা ছেড়ে তিনি উঠতেও পারতেন না, অথচ তার মন ছিল সদা প্রফুল্ল । কোন এক ব্যক্তি একবার তাকে প্রশ্ন করেছিল, সে নড়তে চড়তে পারেনা, বাইরে গিয়ে সূর্যের মুখটিও দেখতে পারে না, অথচ কেমন করে এত হাসি খুশি থাকতে পারে । উত্তরে তিনি বলেন, "আমার ঘর অন্ধকার বটে কিন্তু যীশু রয়েছেন আমার অন্তরে ।" যীশুই হয়েছিলেন তাঁর অন্তরে আত্মিক আলোর উৎস । সেই আলোই তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রনা দূর করে দিয়েছিল । যীশুর আলোই তাকে উজ্জ্বল সূর্যালোকে প্লাবিত করেছিল ।

যোহন ১ : ৫ সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে, কিন্তু অন্ধকার আলোকে জয় করতে পারেনি ।

মথি ৭ : ৮ অন্ধকারে বসিলেও সদাপ্রভু আমার আলোক স্বরূপ হইবেন ।

আলো প্রকাশ করে :

আলোর সাহায্যেই আমরা কোন বস্তুর সঠিক অবস্থা দেখতে সক্ষম হই । সেইরূপে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আলো আসে, তা-ই হচ্ছে আত্মিক সত্য জানবার একমাত্র পথ । ঈশ্বরের লিখিত বাক্য অর্থাৎ বাইবেল, এবং ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা এই আলো পাই । যীশুই জীবনকে প্রকাশ করেছেন এবং জীবনের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছেন । তিনি আমাদের ইশ্বরের বাক্য বুঝতে সাহায্য করেন, এবং আমাদের ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেন । তিনি নিজেই সেই পথ ।

যোহন ১৪ : ৬ যীশু থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন । আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না ।"

যীশু আমাদের নিজেদের আসল অবস্থা দেখতে সাহায্য করেন । তাঁর নিখুঁত জীবন ও শিক্ষা থেকে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বরের মানদণ্ড থেকে

আমরা কত না দূরে ! আমরা আমাদের পাপ, অহংকার আত্মকেন্দ্রিকতা, এবং গোপন মনোভাব দেখতে পাই । যীশু আমাদের ক্ষমা ও নূতন জীবনের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দেন, আর তা দেবার বন্দোবস্ত তিনিই করেছেন ।

ঈশ্বর কেমন আর তিনি কিভাবে আমাদের প্রয়োজন মেটাবেন, যীশুই তা দেখিয়ে দেন । আমাদের প্রতি ঈশ্বরের গভীর ভালবাসা, তাঁর ধৈর্য্য, ও আমাদের পরিত্রাণের বন্দোবস্ত, ইত্যাদি আমরা যীশুর মধ্যেই দেখতে পাই । আমরা কিভাবে ঈশ্বরকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করব ও চিরদিন তাঁর আলো উপভোগ করব, যীশুই আমাদের তা দেখিয়ে দেন ।

২ করীন্থিয় ৪ : ৬ যিনি বলেছিলেন, "অন্ধকার থেকে আলো হোক্" সেই ঈশ্বরই আমাদের অন্তরে জ্বলেছিলেন, যাতে তাঁর মহিমা বুঝবার আলো প্রকাশ পায় । এই মহিমাই খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে রয়েছে ।

ইব্রীয় ১ : ৩ ইনি (যীশু) তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রতাপের প্রভা (মহিমার উজ্জ্বলতা) ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক (ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি) । (পুরানো অনুবাদ)

আলো একটি শক্তি :

আলো, যা ছড়িয়ে পড়ে এমন একটা শক্তি । সূর্য থেকে যে আলো ছড়ায়, বিজ্ঞানীরা তার শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছেন । সূর্য মানুষের ব্যবহারোপযোগী শক্তির এক বিরাট উৎস । মানুষ ঘর গরম রাখার জন্য এবং যন্ত্র-পাতি চালানোর জন্য সৌরশক্তি বা সূর্যের আলো ব্যবহার করতে পারে । কিন্তু জীবন ও স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাবই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । আনেক গাছই ছায়া-ঢাকা জায়গায় জন্মে না । সূর্য রশ্মি অনেক রোগ বীজানু ধ্বংস করে আমাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি দান করে । সূর্য ছাড়া পৃথিবীর কথা চিন্তা করে দেখুন । সে পৃথিবীতে থাকতো না কোন উষ্ণতা । থাকতো না কোন জীবন । আর একে কক্ষপথে ধরে রাখবার জন্য কোন শক্তিও থাকতো না । সে পৃথিবী ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া পিণ্ডের মত অসীম কালো আকাশে হারিয়ে যেত এবং ধ্বংস হয়ে যেত ।

পৃথিবীর কাছে সূর্য যেমন, ধার্মিকতা-সূর্য যীশুও আমাদের কাছে ঠিক তেমনি। যারা তাঁকে গ্রহণ করে, তিনি তাদের জীবন, উষ্ণতা, স্বাস্থ্য, শক্তি ও ক্ষমতা দেন। তাঁর ক্ষমতা আমাদের সঠিক কক্ষপথে ধরে রাখে।তিনি আমাদের দেহ ও আত্মাকে সুস্থ করেন। যীশু যে জীবনের আলো দেন, তা মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী। সূর্যের আলোর সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য যেমন বীজের ভেতর থেকে গাছের চারা বেরিয়ে আসে, তেমনি যীশু যখন আসবেন তখন যে মৃত লোকেরা যীশুর পথে চলেছে, তারাও নূতন দেহ নিয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসবে এবং আকাশে তাঁর সাথে মিলিত হবে।

মালাখী ৩ : ২ কিন্তু তোমরা যে আমার নাম ভয় করিয়া থাক, তোমাদের প্রতি ধার্মিকতা-সূর্য উদিত হইবেন, তাঁহার পক্ষপুট আরোগ্যদায়ক।

আলো পক্ষপাতশূন্য :

আলো সব জায়গায় সব লোকদেরই জন্য। সূর্য যেমন পাহাড়ের চূড়ায়, পাহাড়ের উপত্যকায়, ধনী-গরীব, জ্ঞানী-মূর্খ সব লোকদের আলো দেয়, তেমনি যীশুর আলোও ভাল-মন্দ সবাইর জন্য। অনেকে মনে করেছিল, ত্রাণকর্তা হবেন কেবল তাদেরই জন্য। কিন্তু ঈশ্বর স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর পরিত্রাণের আলো সমগ্র মানব জাতির জন্য।

যোহন ১ : ৯ সেই আসল আলো, যিনি প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন, তিনি জগতে আসিতেছিলেন।

লূক ১ : ৭৮, ৭৯ আমাদের ঈশ্বরের দয়ার দরুন পাপের ক্ষমা পেয়ে পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। তাঁর দয়াতে স্বর্গ থেকে এক উঠন্ত সূর্য আমাদের উপর নেমে আসবেন, আর যারা অন্ধকারে এবং মৃত্যুর ছায়ায় বসে আছে, তাদের আলো দেবেন। আর শান্তির পথ তিনিই আমাদের দেখিয়ে দেবেন।

একজন অন্ধ পথের পাশে বসে ভিক্ষা করছিল। হঠাৎ সে অনেক লোক আসবার শব্দ শুনতে পেল। সে জনতে পারল যে, যীশু এই পথ দিয়ে যাচ্ছেন,

আর তাঁর সঙ্গে আনেক লোক যাচ্ছে। ভিখারীটি আগেই যীশুর রোগ ভাল করবার ক্ষমতা শুনতে পেয়েছিল। তাই সে জোরে চিৎকার করে ডাকল ঃ "হে যীশু, দায়ুদের বংশধর, আমার প্রতি দয়া করুন!" যীশুর সঙ্গের লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে বললো। যীশু যে একজন ভিখারীর মতন তুচ্ছ লোককেও দয়া করবেন, তা তারা ভাবতেও পারেনি। কিন্তু যারা যীশুকে ডাকে, তাদের সবাইকে তিনি সাহায্য করেন। ভিক্ষুকটি বারবার যীশুকে ডাকতে থাকে। তাতে যীশু থামলেন, এবং ভিক্ষুকটিকে তাঁর কাছে আনালেন। যীশু তাকে সুস্থ করলেন।

লূক ১৮ ঃ ৪৩ লোকটি তখনই দেখতে পেল এবং ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে যীশুর পিছনে চললো।

যীশুর সাক্ষাৎ লাভের পর ভিক্ষুকটির জীবন এক নূতন পথে মোড় নিল। তার অন্ধকারময় জগতে দিনের আলো দেখা দিল। সে আগে কি ছিল, কোথায় বসে ভিক্ষা করত, অন্ধকারে কেমন হোঁচট খেয়েছে,—এসবে কিছুই এসে যায়নি। এখন সে আলোতে চলছে—এখন সে আর ভিক্ষুক নয়, কিন্তু জগতের আলো, যীশুর একজন শিষ্য।

আলোর প্রতি সাড়া

অগ্রাহ্য করা ঃ

কিছু লোক যীশুকে পছন্দ করে না এবং তাঁর আলো গ্রহণ করতে চায় না। তারা এগিয়ে যেতে চায়, নিজেদের খুশীমত জীবন যাপন করতে চায় ও নিজ নিজ পথে চলতে চায়। যীশু তাদের যা বলেন তা করতে চায় না। যখন যীশু এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন কিছু লোক তাঁকে ঘৃণা করেছে, কারণ তাঁর শিক্ষা তাদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে তারা কিরূপ জঘন্য পাপী। তারা সেই আলো নিভিয়ে ফেলতে, অর্থাৎ তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা সুসমাচারের শত্রুতা করেছে। যীশু তাদের বলেছেন যে,

তিনি প্রত্যেকের জন্যই পরিত্রাণ এনেছেন । যে কেউ তাঁকে গ্রহণ করে, সে-ই রক্ষা পাবে । কিন্তু যারা তাঁর আলোকে অগ্রাহ্য করে, তাদের জীবন ও মৃত্যু অন্ধকারের মধ্যেই হবে ।

যোহন ৩ ঃ ১৯, ২০ তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ জগতে আলো এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ মন্দ বলে মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে । যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকে সে আলো ঘৃণা করে । তার অন্যায় কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে সে আলোর কাছে আসেনা ।

গ্রহণ করা ঃ

যীশু বলেছেন, "যে আমার পথে চলে সে, জীবনের আলো পাবে ।" এই আলো একটা সম্পত্তির মত এবং তা এক চলমান অভিজ্ঞতা । যীশুই আলো । তাঁকে লাভ করা মানে জীবনের আলো এবং সেই আলো যা কিছু দেয়, সবই লাভ করা । জগতের আলো লাভ করাটা জ্ঞান, ইচ্ছা শক্তি, কিম্বা কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ার চেয়ে অনেক বেশী । তা যীশুর সম্বন্ধে জানা বা যীশুর শিক্ষা জানার চেয়েও বেশী । এর মানে এক বিকিরণশীল, জীবন্ত ও উদ্‌ঘাটনী (প্রকাশকারী) শক্তি রূপে স্বয়ং যীশুকেই আপনার জীবনে লাভ করা ।

যীশু বলেন, "যে আমার পথে চলে ।" ঈশ্বরের আলো পেতে আমাদের একটা কিছু অবশ্যই করতে হবে–যীশুর পথে চলতে হবে, তাঁর আলোতে চলতে হবে । যারা ঈশ্বরের সত্য গ্রহণ করতে ও তাঁর পথে চলতে ইচ্ছুক, তাদের কাছেই তিনি নিজেকে ও তাঁর সত্যকে প্রকাশ করেন । তিনি প্রতিদিন আমাদের পথ দেখিয়ে নেন ।

১ যোহন ১ ঃ ৭ কিন্তু ঈশ্বর যেমন আলোতে আছেন আমরাও যদি তেমনি আলোতে চলি, তবে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ সম্বন্ধ থাকে আর তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শুচি করে ।

হিতোপদেশ ৪ : ১৮ কিন্তু ধার্মিকদের পথ প্রভাতীয় জ্যোতির ন্যায়, যাহা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরত্তোর দেদীপ্যমান হয়।

আপনি কি যীশুর পথে চলতে চান ? জীবনের আলো পেতে চান ? আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে বরণ করে নিন। তাঁর উজ্জ্বল আলোতে সব অন্ধকার দূর হয়ে যাক। তাঁর আলোতে চলুন ও আপনার আশে পাশের লোকদেরও এই আলো দিন। আপনার জীবনকে তাঁর দিকে ফিরান, যেন তাঁর আলো দিয়ে তিনি তা পূর্ণ করতে পারেন।

প্রার্থনা : হে যীশু আমার জীবনে এসো। আমার অন্তর থেকে পাপ ও ভয়ের অন্ধকার দূর করে দেও। আমাকে বদলে দেও। তুমি যেমনটি চাও, তেমনটি করে তোল আমায়। তোমার আলোয় আমাকে উজ্জ্বল করে তোল। প্রতিদিন তোমার পথে চলতে আমায় সহায্য কর। তোমার আলোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ, হে প্রভু।